প্রাথমিক শিক্ষা-২৬

যুগান্তর

তারিখ 25 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না হাজার হাজার শিক্ষার্থী

হাসান আরেফিন

নীতিমালা জটিলতার কারণে হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। প্রতিযোগিতামূলক এ পরীক্ষা থেকে নীতিমালার দোহাই দিয়ে প্রতি বছর হাজারও কোমলমতি শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের
সূত্র জানায়, প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য কোন শিক্ষার্থী একবার রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে ডি-আরভুক্ত হয়ে কোন কারণে পরীক্ষা দিতে না পারলে তাকে আর দ্বিতীয়বার প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয় না। এতে পরবর্তী বছর ওই শিক্ষার্থী না পারে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে, না পারে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে। ফলে হাজার হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষাজীবনের শুরুতেই হোঁচট খাচ্ছে। অনেকে উদ্যম ও মনোবল হারিয়ে শিক্ষাজীবন থেকে ছিটকে পড়ছে।

জানা গেছে, দেশে প্রতি বছর কয়েক হাজার শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা দেয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ডি-আরভুক্ত হয়। অসুস্থতাসহ নানাবিধ কারণে ফি বছর বহু পরীক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। সূত্র জানায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরের প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ নীতিমালায় রয়েছে পরস্পরবিরোধী দুটি ধারা। একটি ধারায় বলা হয়েছে, পরীক্ষা না দেয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ (অসুস্থতা) থাকলে পরবর্তী বছর বিশেষ বিবেচনায় অধিদফতরের মহাপরিচালক ওই শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশ নেয়ার অনুমতি দিতে পারেন। অপর একটি ধারায় বলা হয়েছে, কোন পরীক্ষার্থী একবার রেজিস্ট্রেশন করে হয়ে ডি-আরভুক্ত হলে, যে কোন কারণেই হোক পরীক্ষা দিতে না পারলে সে আর দ্বিতীয়বার ওই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। নীতিমালার দুটি ধারার কারণে বিপাকে পড়ছে অনেক কোমলমতি

বৃত্তি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

বৃত্তি : প্রাথমিক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মেধাবী শিক্ষার্থী

প্রতি বছর পরীক্ষা দিতে না পারা হাজার হাজার শিক্ষার্থী নীতিমালার প্রথম ধারাটি অনুসরণ করে দ্বিতীয়বার বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার অনুমতি চেয়ে মহাপরিচালক বরাবরে আবেদন করেও অধিদফতরে অসংখ্য আবেদন জমা পড়লেও আজ অবধি কোন শিক্ষার্থীকেই দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অধিদফতরের কর্মকর্তারা পরীক্ষার অনুমতি দেয়া সংক্রান্ত নীতিমালার ধারাটির, ধার না ধরে না দেয়ার ধারাটিই বেশি অনুসরণ করছেন। এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হচ্ছে, নীতিমালায় অনুমতি দেয়া সংক্রান্ত ধারাটি অনুসরণ করে কোন শিক্ষার্থীকে অনুমতি দিলে অনেককেই দিতে হবে। এতে বিশৃংখলা সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। তাই কাউকেই পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। ফলে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ না নেয়া এইসব শিক্ষার্থী না পারছে পরবর্তী বছর বৃত্তি পরীক্ষা দিতে, না পারছে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে। এতে শুরুতেই হোঁচট খেয়ে উদ্যম ও মনোবল হারিয়ে ফেলছে অনেক শিক্ষার্থী।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী অভিভাবকদের বক্তব্য হচ্ছে, যে কোন পরীক্ষায় একাধিকবার অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলেও নীতিমালার অজুহাত দেখিয়ে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় যে কোন কারণে পরীক্ষা দিতে না পারলে দ্বিতীয়বার আর পরীক্ষা দিতে দেয়া হয় না, এটা অমানবিক। তারা আরও বলেন, নীতিমালায় দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেয়া বা না দেয়ার দুটি ধারাই রয়েছে। তবে এটা নির্ভর করছে কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার ওপর। কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা থাকলে সবই সম্ভব। তারা অবিলম্বে নীতিমালা যুগোপযোগী করার দাবি করেন।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক খন্দকার এম আসাদুজ্জামান বলেন, প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে খুব শিগগিরই নীতিমালা পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করা হবে। নতুন নীতিমালায় শিক্ষার্থীরা কোন কারণে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারলে, তাদের ফের পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়ার বিধান রাখা হবে। তবে যারা একবার পরীক্ষা দেবে তাদের আর দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেয়ার সুযোগের বিধান রাখা হবে না।